সংবাদ

তারিখ 08 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

চাঁদপুর: বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় খোলা আকাশের নিচে পাঠদানরত শিক্ষার্থীরা -সংবাদ

কচুয়ার আয়মা সর. প্রা. বিদ্যালয়

তিন বছর ধরে খোলা আকাশের নিচে লেখাপড়া

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চাঁদপুর

টানা ৩ বছর ধরে খোলা আকাশের নিচে চলছে পাঠদান। পরিত্যক্ত ঘোষণাও করা হয়েছে বহুদিন আগে। কিন্তু শ্রেণীকক্ষের অভাবে কখনো খোলা আকাশের নিচে, কখনো ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের বারান্দার নিচে ও খোলা মাঠে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। কয়েক বছর আগে বিদ্যালয়টিতে প্রায় দু'শতাধিকের কাছাকাছি শিক্ষার্থী থাকলেও বর্তমানে শিক্ষার্থী অনেক কমে গেছে। এমনকি অধিকাংশ শিক্ষার্থী প্রাণহানি ও বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কায় বিদ্যালয়ে আসা ছেড়ে দিয়েছে। এমনি ভয়াবহ রূপ ধারণ ও একাডেমিক ভবন, বিদ্যুৎ সংযোগ, ব্রিজ, যাতায়াতের রাস্তা না থাকা ও দরজা-জানালা, আসবাবপত্রের অভাবে চরম সমস্যার বোঝা মাথায় নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার ১৩৮নং আয়মা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি।

সরেজমিনে অভিভাবক ও এলাকাবাসীর সঙ্গে আলাপকালে জানা গেছে, ১৯৯৫ সালের তৎকালীন সময়ে এলাকার শিক্ষানুরাগী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিল্পপতি সুবল চন্দ্র দাস এলাকার কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিস্তারের চাহিদা মেটাতে প্রায় ৪১ শতাংশ ভূমিতে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। স্থানীয় অধিবাসী যুবলীগ নেতা বাবুল ও ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সুবজ হোসেন ফরাজী জানান, ১৯৯২-১৯৯৩ অর্থ বছরে বিদ্যালয়টির ভবন নির্মাণ করা হয়। তৎকালীন সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার শাহ জাহান তালুকদার অতিঅল্প সিমেন্ট দিয়ে শুধু বালু ও রড দিয়ে বিদ্যালয়টি নির্মাণ কাজ করেন। নিম্নমানের কাজ হওয়ায় কয়েক বছর যেতে না যেতেই ছাদ ও দেয়ালের পলেস্তার ভিম খসে পড়াসহ বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দেয় বলে তারা জানান। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বারবার অবহিত করার পর উপজেলা প্রকৌশল অফিসের কর্মকর্তারা বিদ্যালয়টি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে এ স্থানে ক্লাস না নেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু শিক্ষকরা কক্ষের অভাবে বাধ্য হয়ে ভবনের বারান্দা ও মাঠে খোলা আকাশের নিচে দিনের পর দিন পাঠদান চালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফলাফলের দিক থেকে সন্তোষজনক ফলাফল করে আসছে। বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ১শ' জন শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষক রয়েছে ৫ জন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জহিরুল ইসলাম জানান, বিদ্যালয়টি একটি দ্বীপের মতো। কারণ, এর চারদিকে খাল রয়েছে। এসব খালে ব্রিজ না থাকায় ও এলাকাটি নিচু হওয়ায় বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে পানি জমাট থাকে। বিশেষ করে বিদ্যালয়টি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। কাদলা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মো. মুক্তার হোসেন মজুমদার জানান, শ্রেণী কক্ষ না থাকায় শিক্ষার্থীদের খুব কষ্টে পাঠদান করানো হচ্ছে। বিষয়টি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর এমপি মহোদয়কে জানানো হয়েছে। আশা করি এমপি মহোদয় অচিরেই আয়মা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন। বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক বংক বিহারী সাহা জানান, বিদ্যালয়টি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় স্থানীয় প্রশাসন অনেক আগেই ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসনের কাছে বারবার চেষ্টা তদ্বির করেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। তিনি আরো জানান, একমাত্র ভবন হওয়ায় বিকল্প ভবন না থাকায় খোলা মাঠে শিক্ষার্থীদের খুব কষ্টে পড়াশোনা করানো হচ্ছে। বিদ্যালয়টিতে দ্রুত একটি নতুন ভবন স্থাপনের জোর দাবি জানান তিনি।

এ ব্যাপারে কচুয়া উপজেলা শিক্ষা অফিসার হেমায়েতুল ভূঁইয়া ফারুক জানান, কচুয়ায় যে কয়টি ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় রয়েছে আয়মা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও একটি। ইতোমধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়গুলোর তালিকা করে অবিলম্বে ভবন নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে।